কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?

মূল
মাওলানা মানযুর নুমানী রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ্

সম্পাদনা
মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?

মূল
মাওলানা মানযুর নুমানী রহ.

অনুবাদ
মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ্

সম্পাদনা
মাওলানা মাসউদুর রহমান

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৪

প্রকাশনা সংখ্যা
২২

প্রচ্ছদ
মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

একমাত্র পরিবেশক
রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামি টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ-০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১১৯৭-৩৯৭৩৩৯, ০১৯১৫-৪৬২৬০৮

মূল্য ঃ ১৩০.০০ (এক শ ত্রিশ টাকা মাত্র)

KADIYANIRA OMUSLIM KENO?
Writer- Mawlana Manzur Nomani, Published by: Rahnuma Prokashoni,
Price: Tk. 130.00, US $ 8.00 only.

ISBN : 978-984-90618-3-0
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখক পরিচিতি

মাওলানা মানযুর নুমানী রহ. ভারতের মুরাদাবাদ জেলার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: সুফী আহমদ হোসাইন। জন্ম: ১৯০৫ ঈ. মৃত্যু: ১৯৯৭ ঈ.। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারতে লেখাপড়া সমাপন। কর্ম জীবনে সফল শিক্ষক, একাধিক কালজয়ী গ্রন্থের লেখক, বহুল প্রচারিত উর্দূ-মাসিক 'আল ফুরকান' এর সম্পাদক, হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহিমাহুল্লাহ এর সাহচর্যপ্রাপ্ত দীন প্রচারক এবং প্রখ্যাত ওলী মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরী রহিমাহুল্লাহ এর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত একজন নিভৃতচারী সূফী।

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। অজস্র অগণিত সালাত ও সালাম সৃষ্টিকুলের অহঙ্কার আন-নাবিয়্যুল খাতিম (সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী) হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সকল সত্য অনুসারীর প্রতি।

এই গুনাহগারের প্রথম বই প্রকাশিত হল। বই প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে কলব ও কলম পরম করুণাময় খালিক ও মালিকের কতৃজ্ঞতায় সিজদা অবনত। যবান প্রশংসামুখর দিল আনন্দে ব্যাকুল। বইটি উর্দূ ভাষার খ্যতিমান লেখক ও চিন্তাবিদ মাওলানা মানযুর নুমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি মূল্যবান পুস্তকের অনুবাদ; সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিছু টীকা, সংক্ষিপ্ত একটি প্রবন্ধ ও দৈনিক প্রথম আলো ১৭.০১.২০১৩ ইং তারিখের ক্রোড়পত্রে কাদিয়ানিদের শতবর্ষপূর্তিতে প্রকাশিত বিবরণ ও কিছু জওয়াবী কথার সংযোজন।

উর্দূ ভাষার মহান লেখক মাওলানা নুমানীকে বোদ্ধা মহল যেমনটি জানেন, তিনি ছিলেন আপন সময়ের একজন বিশুদ্ধ ও খাঁটি আলিমে দীন, ইসলাম ও মুসলিম জাতির একজন সাচ্চা খাদেম। উর্দূভাষী বিপুল জনগোষ্ঠী উজ্জীবিত ও উপকৃত হতেন তাঁর ক্ষুরধার ও প্রামাণ্য ধারার সহজ-সরল লেখায়। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীর ব্যাপক অনুবাদ সেই সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা ভাষায় অনুদিত এ যাবত তাঁর যত রচনা প্রকাশিত হয়েছে, সবই পাঠকের ভক্তি ও ব্যাপক সমাদরে সিক্ত হয়েছে। মাওলানা নুমানীর এই গ্রন্থটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 'সর্ব শ্রেষ্ঠ রচনা' বলে আখ্যা দিয়েছেন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম ফকীহ ও চিন্তাবিদ মুফতি তাকি উসমানি দা. বা.।

বাংলা ভাষায় এখন ইসলামী বই পুস্তকের চাহিদা অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার কথা এই যে, গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে মানসম্মত বইয়ের অভাব

এখনও বেদনাদায়ক। আল্লাহ তাআলা এই বেদনা উপশমের ব্যবস্থা করে দিন।

কাদিয়ানি ফেতনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে ইতিপূর্বে দুর্বলভাবে হলেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল। তারা নিজেদের কৌশল ও অপতৎপরতা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল। গত কয়েক বছরে তারা দেখতে পাচ্ছে যে, তাদের কর্ম-কাণ্ডে বাধা দেওয়ার যেন আর কেউ নেই। সে কারণেই তাদের আদি ও আসল 'ইসলাম বিরোধী' চেহারার দাম্ভিক প্রদর্শন সম্ভব হল নাস্তিক-ব্লগারদের জাগরণ মঞ্চে। গত এক শ বছরের দীর্ঘ সময়ে এমন বাধাহীন অবস্থার কল্পনা করাও ছিল তাদের জন্য অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সময়টিকে বলা যায় 'কাদিয়ানিদের স্বর্ণযুগ।'

পাঁচ বছর আগের জরিপে জানা যায় বাংলাদেশে কাদিয়ানি সেন্টারের সংখ্যা ছিল ৮৭-১০০। মাত্র ৪ বছরের ব্যবধানে সেই সংখ্যাটি ৫৫০ কেও ছাড়িয়ে গেছে। এই সময়ে না জানি কত ঈমানদার হারাল তাদের– ঈমান!

বোধ হয় সেই আনন্দেই তারা ১৭ই জানুয়ারি, ২০১৩ প্রকাশ করল 'সাফল্যে'র শত বার্ষিকী।

ব্রিটিশ সরকার বিশেষ এজেণ্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের জনৈক মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানিকে নবীরূপে দাঁড় করায়। এই ব্যক্তি নানান উদ্ভট দাবি-দাওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বহু স্বতঃসিদ্ধ বিষয়কে অস্বীকার করতে থাকে। পরে তার স্বরূপ উন্মোচন করে উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীসের আলোকে তাকে ও তার অনুচরদেরকে কাফির হওয়ার ফতওয়া প্রদান করেন।

১৯০৮ সালে এই ভণ্ড নবুওয়াতের দাবিদার লোকটি লাঞ্ছনাকর ও ঘৃণিতভাবে মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পর তার নির্বোধ অনুচররা ইয়াহুদি-খ্রিস্টান শক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফিতনার এই দাবানল পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়। ইতিমধ্যে বহু মুসলিম দেশ তাদেরকে কাফির ঘোষণা

করেছে এবং সে-সব দেশে তাদের প্রবেশ নিষেধ করেছে। বাংলাদেশেও এই দাবি উঠেছে। তাদেরকে কাফির ঘোষণার প্রতিশ্রুতি পত্রে এদেশ স্বাক্ষরকারীও বটে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, তাওহিদী জনতার এই প্রাণের দাবিকে উপেক্ষা করে কাদিয়ানিদের ধ্বংসাত্মক বিচরণকে এ দেশে বাধাহীন করে দেয়া হয়েছে।

অতি অল্প সময়ে বইটির অনুবাদ ও পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। সহৃদয় পাঠকের কোনো সুপরামর্শ থাকলে বা কোনো ভুল-ত্রুটি চোখে পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন।

পরিশেষে পরম করুণাময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন এর লেখক, প্রকাশক, অনুবাদকসহ সকল শুভানুধ্যায়ির শ্রম কবুল করেন। অধম অনুবাদকের গোনাহ ক্ষমা করেন এবং আজীবন সত্য প্রকাশে তার কলম ও যবানকে নিয়োজিত রাখেন।

মুহাম্মাদ নূরুল্লাহ
মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭

অর্পণ

আমার আব্বা, আম্মা

এবং আমার বিশেষ দুজন উস্তাযের পূণ্য হাতে...

এক: মুফতী নূর মুহাম্মাদ সাহেব

জীবনের একটি সঙ্কটময় মুহূর্তে যিনি বাড়িয়ে ছিলেন করুণার হাত।

দুই: মুফতী হাফিজুদ্দীন সাহেব

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে খ্রিস্টান মিশনারী অপতৎপরতায় ধর্মান্তরের সয়লাব ঠেকাতে যিনি অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ান দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

بسم الله الرحمن الرحيم

গ্রন্থায়নের পটভূমি

যাবতীয় প্রশংসা মহান রাজাধিরাজ পরম করুণাময় এক আল্লাহর। অজস্র, অগণীত সালাম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁর মাধ্যমে শুভ সমাপ্তি ঘটে নবুওয়াতের পবিত্র ধারার।

প্রিয় পাঠক! এই ছোট পুস্তিকা- যা এখন আপনার হাতে, মাসিক আল ফুরকান সম্পাদক মাওলানা মানযুর নুমানীর রহ. কয়েকটি প্রবন্ধের সারাংশ। প্রবন্ধগুলো রচনাকালে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, এখানের বক্তব্যগুলো হবে অত্যন্ত সহজ-সাবলীল ভাষায় লিখিত। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাও যেন তা সহজে বুঝতে পারে এবং বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ সঠিক ধারণা অর্জন করতে পারে।

প্রথম নিবন্ধ 'ইসলাম ও কাদিয়ানি মতবাদ' ১৯৭৪ ঈসায়ীর 'আল-ফুরকান, আগস্ট সংখ্যার সম্পাদকীয় রূপে লিখা হয়েছিল। যখন পাকিস্তানের সকল শ্রেণীর উলামায়ে কেরাম ও আপামর জনতা কাদিয়ানি বিরোধী এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তারা সরকারের নিকট কাদিয়ানিদেরকে আইনীভাবে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার জোরালো দাবি জানাচ্ছিল। সে সময় ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বিশেষত অমুসলিমদের খববের কাগজগুলো এর সম্পূর্ণ উল্টো নানান বক্তব্য প্রকাশ ও প্রচার করছিল। ইসলাম সম্পর্কে একেবারে অমুসলিমদের মতোই অজ্ঞ কিছু মুসলমানও বিষয়টির বিরুদ্ধে বক্তব্য ও বিবৃতি প্রচার অব্যাহত রেখেছিল।

হযরত মাওলানা মানযুর নুমানী রহ. ঐ সকল ভদ্রলোকের ভুল বুঝাবুঝি দূর করার লক্ষ্যে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধনটি লিখে ছিলেন। এ প্রবন্ধে তিনি ইসলামের স্বরূপ এবং তার সীমারেখা স্পষ্টভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, ইসলাম ও কাদিয়ানিইজম সম্পূর্ণ বিরোধপূর্ণ ও সংঘাতমুখর দু-বস্তু।

দ্বিতীয় নিবন্ধ 'কাদিয়ানিরা মুসলমান নয় কেন?' সেই সময় লিখা হয়, যখন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ১৯৭৪ ঈসায়ীর সেপ্টেম্বরে সকলের ঐক্যমতে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু

ঘোষণা দিয়ে ফেলেছে। এ নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে যে, কাদিয়ানিদের অমুসলিম হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহেরও সুযোগ নেই। এতে বিষয়টি ভর দুপুরের সূর্য্যের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে।

তৃতীয় নিবন্ধ 'কাদিয়ানি সম্প্রদায় এবং একটি বিদ্বান মহল'-এটি মূলত একটি প্রবন্ধের সমালোচনা এবং জবাব যা দিল্লীর 'আল জমিয়ত' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মাওলানা উসমান ফারাক্লীথ সাহেবের নামে দিল্লী 'শবস্তান' পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল। একই প্রবন্ধ পরবর্তীতে 'শবস্তানের' সৌজন্যে কাদিয়ানিদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক-পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল। প্রবন্ধটিতে কাদিয়ানিদেরকে মুসলমান সাব্যস্ত করার জন্যে অত্যন্ত চতুরতা ও চালাকির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছিল। মাওলানা নুমানীর সার্থকতা হল, তিনি এই জবাবী নিবন্ধে দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'কাদিয়ানিদের ওকালতিতে শবস্তান পত্রিকার নিবন্ধটি অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা ও ধোকাবাজির চূড়ান্ত বিহ:প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়।'

(আল্লাহর শোকর, পরবর্তীতে ফারাক্লীথ সাহেব নিজে এক বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছেন যে, শবস্তান পত্রিকার উক্ত নিবন্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার নাম ব্যবহার করা হয়েছে। নিবন্ধটি আদৌ তার রচনা নয়। সেই বিবৃতিতে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাওলানা মানযুর নুমানী রহ. আল-ফুরকানে উক্ত নিবন্ধের সমালোচনায় যা লিখেছেন তা সঠিক এবং তিনি এর সঙ্গে একমত।

ফারাক্লীথ সাহেবের উক্ত বিবৃতি দিল্লীর 'দৈনিক দাওয়াত' পত্রিকাতেও ২৫ জানুয়ারী ১৯৭৫ ঈসায়ীতে প্রকাশিত হয়।)

'শবস্তান' পত্রিকার উক্ত প্রবন্ধে আখেরি জামানায় হযরত ঈসা মসীহের 'অবতরণ' প্রসঙ্গেও আলোকপাত করা হয়েছিল। মাওলানা নুমানী সে বিষয়েও পৃথক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যা গ্রন্থিত হল বর্তমান পুস্তকের শেষ প্রবন্ধ হিসাবে। শিরোনাম 'ঈসা মসীহের আ. পৃথিবীতে অবতরণ ও জীবন-যাপন'।

পুস্তকটি আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং এটিকে এই বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ এবং ভ্রান্ত-বিশ্বাসে লিপ্ত লোকদের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টি সংশোধনের উপায় বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মদ হাসান নুমানী
ব্যবস্থাপক, আল-ফুরকান বুকডিপো, লাখনৌ।
জুন, ১৯৭৫ ঈ.

সূচীপত্র

১। ইসলাম ও কাদিয়ানি মতবাদ ১১
২। কাদিয়ানি সম্প্রদায় মুসলমান নয় কেন? ১৭
৩। কাদিয়ানি সম্প্রদায় এবং একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মহল ৩৬
৪। হায়াতে ঈসা আ. এবং তাঁর অবতরণ
কুরআন, হাদীস ও প্রজ্ঞার রশ্মিতে ৫৬
৫। কাদিয়ানি ধর্মমতঃ ক্রমবিকাশের ইতিহাস
ও একটি নিরীক্ষা.....৯৯
৬। কাদিয়ানীদের শতবার্ষিকী পালন: প্রথম আলোর ক্রোড়পত্র
প্রকাশ, কী ছিল সেই ক্রোড়পত্রে? ১১৭
৭। প্রথম আলোর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত
কাদিয়ানিদের মূল বক্তব্য ১১৮
৮। ছবির এ্যালবাম ১২৫

ইসলাম ও কাদিয়ানি মতবাদ

ইসলাম ও কাদিয়ানিদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার যে গণদাবি উত্থাপিত হয়েছে, যদিও সেটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার এবং একটি বিশেষ প্রকরণ হিসাবে যা শুধু মুসলমানদের একান্ত ধর্মীয়, একাডেমিক বিষয়, যে সম্পর্কে একমাত্র তারাই চিন্তা করতে ও বুঝতে সক্ষম, যারা ইসলামের স্বরূপ এবং তার সীমারেখা সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন। কিন্তু অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হল, আমাদের দেশের ইংরেজী, হিন্দী, উর্দূ ভাষার এমন পত্র-পত্রিকাও– যা অমুসলিমদের দ্বারা পরিচালিত, যার সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনাও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, যাদের ইসলামিক জ্ঞান জিরো বা শূন্যের চেয়ে বেশি নয়, তারাও নিজেদেরকে এ বিষয়ে মত প্রকাশের হকদার মনে করে এই আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন!

কিছু উর্দূ সাময়িকীতেও এ বিষয়ে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে, উদ্দেশ্যের বিচারে যেগুলি সম্পূর্ণ বিনোদনধর্মী ও বাণিজ্যিক, দীন-ধর্মের সঙ্গে যেসব সাময়িকীর দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।

আফসোস! তথাকথিত এইসব শিক্ষিত লোকদের সামান্য অনুভূতিও নেই যে, নিরেট একটি ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনায় আবশ্যকীয় জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া অংশ নেয়া কত বড় অনৈতিকতা এবং কেমন দায়িত্বহীনতার পরিচয়! এ বিষয়ে তারা এ পর্যন্ত যা কিছু লিখে যাচ্ছেন, তা যে কী পরিমাণ অর্থহীন ও অযৌক্তিক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আজ এই বিষয়ে কিছু মৌলিক ও গোড়ার কথা আলোকপাত করা হচ্ছে।

ইসলাম কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নাম নয়। হিন্দু ধর্মের মতো (যদি একে ধর্ম বলা যায়) কিছু আচার-অনুষ্ঠান বা বিশেষ পদ্ধতির পূজা-পাঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার নামও ইসলাম নয়, যেখানে আকিদা-বিশ্বাসের কোনো বালাই নেই।

হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, তাদের বিশ্বাস হল- বেদকে ঈশ্বর প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ যিনি মানেন তিনিও হিন্দু; মূর্তি পূজা ত্যাগকারী আরিয়া সমাজীও হিন্দু। ঈশ্বর- খোদার পূজারীরাও হিন্দু; ঈশ্বরকে

সম্পূর্ণ অস্বীকারকারীও হিন্দু!! কোনো এক সময় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছিলেন, হিন্দু হল অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক এক ধর্ম! এর থেকে বের হওয়া যায় না কিছুতেই। ঈশ্বর মানব না তবুও আমি হিন্দু থাকব! কোনো ধর্ম মানব না তবুও আমি হিন্দু থাকব!*

ইসলাম এ জাতীয় আচার সর্বস্ব কোনো দীন বা ধর্ম নয়। মুসলমান হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট কিছু আকিদা-বিশ্বাস ও নির্দেশনা মনে-প্রাণে গ্রহণ করা, সেগুলোকে সত্য-সঠিক বলে মান্য করা একান্ত জরুরী। এসব বাদ দিয়ে কেউ মুসলমান হতে পারে না, এমনকি সে কোনো পয়গম্বরের আওলাদ হলেও। সে সঙ্গে এও জরুরী যে, সে এমন কোনো আবশ্যক বিষয় অস্বীকার করতে পারবে না যা সুস্পষ্ট, দ্বিধাহীন ও সংশয়মুক্ত ও অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চিত এবং মুসালসাল তাওয়াতুর বা অবিরাম বর্ণনাধারা দ্বারা প্রমাণিত। উম্মাহর সর্ব সাধারণ মানুষকেও জানতে হবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষা উম্মতকে দিয়ে গেছেন, উলামা, ফুকাহা ও মুতাকাল্লিমিনের (আকিদা শাস্ত্র বিশারদগণের) বিশেষ পরিভাষায় যেগুলোকে 'যরুরিয়াতে দীন' বলা হয়, যেমন এই কথাটি যে, ১. আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই এবং এটাও যে, ২. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল, ৩. কিয়ামত ও আখিরাত সত্য, ৪. কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ পথ-নির্দেশক কিতাব, ৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয এবং কাবা শরীফ মুসলমানদের কিবলা...। এগুলো এমন বিষয়, যেগুলোর ব্যাপারে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহর সম্পর্কে ন্যুনতম জ্ঞান ও অবগতি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে ঐ বিষয়গুলোর শিক্ষা দিয়ে গেছেন, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ ও সংশয়ের সুযোগ নেই। এ ধরনের অনিবার্য বিশ্বাস্য কোনো কিছু অস্বীকার না করাও মুসলমান হওয়ার জন্যে জরুরী। কেননা এ রকমের কোনো বিষয়ের অস্বীকৃতির অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনাকে অস্বীকার করা। যার পর ইসলামের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা এমন অকাট্য ও নিশ্চিত প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত এবং ধারাবাহিক বর্ণনা ধারায় সাব্যস্ত, যাতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই

* বহুদিন পূর্বে পণ্ডিত নেহেরুর এই উক্তিটি সম্ভবত তার 'আত্মজীবনীতে' পড়েছিলাম। এখন স্মৃতি থেকে তা লিখছি। শব্দ তার যাই হোক অর্থ যে এটাই তাতে সন্দেহ নেই।

এবং যেগুলো উম্মাহর সর্ব সাধারণও অবগত, তার একটি হল, 'নবুওয়াত রিসালাতের ধারা সমাপ্ত করে দেয়া হয়েছে আখেরী নবীর মাধ্যমে। তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তারপর আর কেউ নবী হবেন না।' যে ধরনের অকাট্য দলিলের মাধ্যমে এবং যেই পর্যায়ের পরম্পরা নির্ভর প্রমাণাদির দ্বারা উম্মত জেনেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার তাওহিদ (এক হওয়া), রিসালাত (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাসূল হওয়া), কিয়ামত, আখিরাত, কুরআন মাজিদ আল্লাহর কিতাব হওয়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া এবং কাবা শরীফ কেবলা হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন একই রকম অকাট্য দলিলের মাধ্যমে এবং একই পর্যায়ের পরম্পরা নির্ভর প্রমাণাাদির দ্বারা এটা জানা গেছে যে, তিনি নিজের 'আখেরি নবী হওয়া' এবং 'তাঁর পর আর কোনো নবী না হওয়া' বিষয়টিও সরাসরি শব্দে ও স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে গেছেন। বিষয়টিকে তিনি এত স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাষায় জানিয়েছেন যে, তার চেয়ে অধিক স্পষ্ট ও খুলে বলার আর কোনো অবকাশই নেই।*

এ কারণেই হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকাল থেকে আজ পর্যন্ত গোটা মুসলিম উম্মাহর এ বিষয়ে ইজমা* ও ঐক্যমত্য রয়েছে যে, তাওহিদ, রিসালাত, কিয়ামত-আখিরাত, কুরআনের সত্যতা অস্বীকারকারী, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়া, কাবা শরীফের কিবলা হওয়া প্রভৃতি

---

* এ বিষয়ে কারো তৃষ্ণা থেকে থাকলে তিনি যেন কমপক্ষে মুফতী শফীর রহ. 'হাদিয়্যাতুল মাহাদিয়্যীন' (আরবী) 'খতমুন নবুয়ত' (উর্দু, বাংলা) পুস্তক দুটির কোনো একটি অধ্যায়ন করে নেন।

* এই উম্মাহর ঐকমত্যকে শরীয়তের পরিভাষায় ইজমা বলা হয়। ইজমা শরীয়তের অন্যতম দলিল। কুরআন-হাদীসের আলোকে তা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم

'আর হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে, অনুসরণ করবে 'মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথের' তাকে ফিরিয়ে দেব সে দিকে যেদিকে সে ফিরে এবং প্রবেশ করাব তাকে জাহান্নামে।" -সূরা নিসা ১১৫ আয়াত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لا تجتمع أمتى على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار"

'আমার উম্মত গোমরাহির উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না। আল্লাহর মদদ আছে জামাতের সঙ্গে। জামাত ছেড়ে যে দলছুট জীবন-যাপন করে, দলছুট একাকী তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' –তিরমিযি।

১৪০০ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এই সত্য বারবার প্রতীয়মান হয়েছে। কোনো গোমরাহী কিংবা ভ্রান্তির উপর গোটা উম্মত কখনও একমত হয় নি। তাই কোনো বিষয়ে তাদের ঐক্যমত্য পাওয়া গেলে তা প্রশ্নাতীতরূপে গ্রহণযোগ্য হবে। তা শরীয়তের 'চার মূলনীতির' একটি। – অনুবাদক

বিষয়সমূহের অস্বীকারকারী যেমন মুসলমান হতে পারে না, তেমনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তি অথবা তার দাবি ও দাওয়াত কবূল করে তার প্রতি বিশ্বাস-স্থাপনকারী ব্যক্তিও মুসলমান হতে পারে না। এ ব্যক্তি যদি পুর্বে মুসলমান হয়ে থাকে তবে এখন তাকে ইসলামের সীমানা থেকে খারিজ ও 'মুরতাদ'* বলে আখ্যায়িত করা হবে। এবং তার সঙ্গে মুরতাদসূলভ আচরণ করা হবে।

উম্মতের গোটা ইতিহাস জুড়ে এই নীতিরই পূর্ণ বাস্তবায়ন চলে আসছে। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও অন্য সকল সাহাবায়ে কেরাম মুসায়লামাতুল কাযযাব* ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে এই বিধান বাস্তবায়িত করেন। অথচ ঐতিহাসিক বিবরণের সাক্ষ্য আজও বলছে যে, তারা তাওহিদ ও রিসালাতে মুহাম্মাদীর প্রবক্তা ছিল। তাদের মসজিদগুলোতে আযান হত। সেই সব আযানে- أشهد ان لآاله الاالله –أشهد أن محمدا رسول الله (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।) এর ঘোষণা হত।

✶ **মুরতাদ**- কোনো মুসলমান যখন জেনে-বুঝে দীনের অপরিহার্য কোনো বিষয় অস্বীকার করে কিংবা ইসলামকে অবজ্ঞা করে অথবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'মুরতাদ' বলা হয়।

মুরতাদের শাস্তি:-

মুরতাদের পরকালীন শাস্তির কথা আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'আর যে তার দীন ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে, কাফির অবস্থায় তার কৃত আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যায়; সে হয় চির জাহান্নামীর অন্তর্ভুক্ত।' সূরা বাকারা-২১৭।

মুরতাদের ইহকালীন শাস্তির কথা হাদীসে এসেছে এভাবে- من بدل دينه فاقتلوه رواه أحمد 'যে ইসলাম ত্যাগ করল, তাকে তোমরা হত্যা কর।' মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৮৭১, আবু দাউদ-৪৩৫।

✶ **মুসায়লামাতুল কাযযাব** আরবের প্রশিদ্ধ গোত্র বুন হানিফিয়্যার (ইয়ামেন) লোক। এ গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের বাসনায় যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন, তখন তাদের সঙ্গে মুসায়লামাও এসেছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মুসায়লামার আবদার ছিল আমাকে যদি আপনার স্থলাভিষিক্ত করে যেতে রাজি থাকেন, তাহলে আমি ইসলাম গ্রহণ করব। সেই মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক হাতে ছিল একটি খেজুরের শাখা। তিনি বললেন, 'তুমি যদি বলতে এই 'শাখাটি' তোমাকে দিতে রাজি হলে, তবেই তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে, আমি তোমার সেই টুকুতেও রাজি হতাম না। আমি তো দেখছি তুমি সেই মিথ্যুক যার ব্যাপারে স্বপ্নে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে দেখেছিলেন, তাঁর হাতে স্বর্ণের দুটি কাকন। তিনি বিচলিত হলেন। অদৃশ্য ইঙ্গিতে তিনি হাতের উপর ফুঁ দিতেই দেখলেন, সে দুটো সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাখ্যা করেছেন– অচিরেই আরবে দুইজন ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী নবুওয়াতের দাবিদার মাথাচাড়া দেবে এবং তারা ধ্বংস হবে। তাদের একজন মুসায়লামাতুল কাযযাব অপরজন আসওয়াদ আনসী। –অনুবাদক

মনে রাখতে হবে যে, খতমে নবুওয়াতের ভিত্তি শুধু এটা নয় যে, কুরআনের সূরা আহযাব, ৪০ আয়াতে* নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে خاتم النبيين (সর্ব শেষ নবী) অভিহিত করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে আভিধানিক বক্র ব্যাখ্যার মাধ্যমে বেচারা না জানা সাধারণ মানুষদের মধ্যে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা যাবে।

(যদিও আভিধানিক বিচারে 'খাতাম' শব্দের বাস্তবতা হচ্ছে خَاتَم (আংটি) শব্দটি خَاتِمٌ শব্দের অর্থ (আখেরীকে) কে অধিক প্রবলভাবে প্রকাশ করে এবং নবুওয়াতের ধারা খতম হওয়া এবং চূড়ান্তরূপে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবী না আসা বরং না আসতে পারার আকিদা এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দেয়।) তা সত্ত্বেও যেমন বলা হল, বিষয়টির ভিত্তি শুধু কেবল এই (খাতাম) শব্দটিই নয় বরং নবুওয়াত ও রেসালাত-এর ধারার চূড়ান্তভাবে রুদ্ধ হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু

---

* পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে خاتم النبيين 'শেষ নবী' আখ্যা দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন,

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের (জন্মদাতা) পিতা নন, তবে তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্ব শেষ নবী।' সূরা আহযাব-৪০

কাদিয়ানি পণ্ডিতরা خاتم শব্দের অর্থ করে সিলমোহর অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পূর্বের নবীর মোহর স্বরূপ। তাঁর পূর্বের নবী (মির্যা কাদিয়ানি) না-কি মোহরযুক্ত হয়েছেন তাঁর আগমনের মাধ্যমে। সুতরাং এ আয়াত থেকে তারপর আর কোনো নবী না আসা প্রমাণিত নয়। এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবীও নন তারপরও নবী হতে পারে। আর সেই প্রত্যাশিত নবী– মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি। (নাউযুবিল্লাহ)

কাদিয়ানিদের ব্যাখ্যা মতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য নবীদের মোহর হলে তার পূর্বে যত নবী এসে বিগত হয়েছেন তারা কি মোহর বিহীন নবী? যদি তারা মোহর বিহীন নবী হন, তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীগণের মোহর কথাটার সার্থকতা কী? আর তাঁরা যদি মোহরযুক্ত নবী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের মোহর দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই তারা নবুওয়াতের কাজ পূর্ণ করে বিদায় নিলেন কীভাবে? যদি মেনে নেই যে, তিনি শুধু 'পূর্ববর্তীগণের' মোহর তাহলে পরবর্তী নবী যিনি আসছেন (কাদিয়ানি বিশ্বাস মতে) তার মোহর কোথায়?

এগুলো মূলত কাদিয়ানিদের তাওতাবাজি, সত্য নিয়ে লুকোচুরি। সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র। নতুবা কুরআন নাযিল হয়েছে যার উপর সেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'লা নাবিয়্যা বা'দী' 'আমার পর কোনো নবী নেই' বলে। মানুষ কি এতই নির্বোধ যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা না মেনে ঐ গোলামের অপব্যাখ্যা মেনে নেবে?

প্রতিটি স্বচ্ছ বিবেকের প্রশ্ন, আয়াতের নবী প্রদত্ত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা কাদিয়ানিরা কোথায় পেল? তবে কি তারা স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও কুরআন অধিক বুঝে? ইহুদী নাসারাদের প্রতিপালিত এই সম্প্রদায়ের স্বরূপ জানার এবং বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহ মুসলমানদের হেফাজত করুন।

- অনুবাদক

আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীসমূহের সংখ্যা প্রায় হাজারে গিয়ে ঠেকে। যেগুলো 'খাতামুন্নাবিয়্যীন' এর ব্যাখ্যা করে। তাছাড়া অবিরাম বর্ণনাধারা (মুসালসাল তাওয়াতুর) উম্মতের ইজমা ও তাআমুল* ইত্যাদি কারণে বিষয়টি তাওহিদ, রিসালাত, কিয়ামত-আখিরাত এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মতো একই শ্রেণীভুক্ত এবং যরুরিয়াতে দীনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই পর্যায়ের কোনো একটি বিষয়কে তাবিল বা ব্যাখ্যা সাপেক্ষে অস্বীকার করলেও কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। এই ধরনের আকায়েদ ও মাসায়েলকে (স্পর্শকাতর বিষয়কে) মনগড়া ব্যাখ্যার জোরে অস্বীকার করার পরও যদি কেউ মুসলমানই থেকে যায়, তাহলে এর অর্থ হবে, ইসলামের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস, শিক্ষা এবং 'যরুরিয়াতে দীন' এরও বিশেষ কোনো হাকিকত নেই। নেই কোনো বাস্তবতা। যার যেমন ইচ্ছা এগুলোর ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'খতমে নবুওয়াত' বিষয়ে কাদিয়ানিদের অবস্থান এবং আকিদাটা কী? তারা কি খতমে নবুওয়াতের উক্ত আকিদা অস্বীকারকারী? এবং তারা কি মির্যা গোলাম আহমদকে সত্যিকারের এবং ধর্মীয় অর্থেই নবী বলে বিশ্বাস করে? নাকি 'নবী' শব্দ এবং এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাদের ভিন্ন কোনো বক্তব্য আছে?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্যে খুব বেশি অনুসন্ধান এবং তাদের অনেক বই-পুস্তক পড়ার প্রয়োজন নেই। মির্যা গোলাম আহমদের পুত্র ও তার দ্বিতীয় খলিফা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদের লেখা 'হাকিকতুন নবুওয়াত' পাঠ করাই যথেষ্ট। ঐ রচনার মূলদাবি ও সারকথা এটাই যে, মির্যা গোলাম আহমদ সেই ধরনের এবং সেই অর্থেই নবী ছিলেন, যেই ধরনের এবং যেই অর্থে পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরাম যেমন, হযরত মূসা, ঈসা আ. নবী ছিলেন। যেভাবে যে কোনো নবীকে অস্বীকারকারী কাফির হয়ে থাকে, একইভাবে মির্যা গোলাম আহমদের নবুওয়াত অস্বীকারকারী এবং তার প্রতি অবিশ্বাসীরাও কাফির।

---

* **তাওয়াতুর-মুতাওয়াতির, তাআমুল-** তাওয়াতুর ও মুতাওয়াতির হাদীসের দুটি পারিভাষিক শব্দ। মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয় ঐ হাদীসকে যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, কোনো মিথ্যার উপর তাদের একমত হওয়াকে বিবেক অসম্ভব মনে করে।

আর তাওয়াতুর বলা হয় মুতাওয়াতির হাদীসের বর্ণনা পরম্পরাকে।

তাআমুল- তাওয়াতুরের একটি প্রকার। পরিভাষায়– ঐ হাদীস বা দীনী আমল যা যুগ যুগ ধরে প্রজন্ম পরম্পরার মাধ্যমে বর্তমান পর্যন্ত একই রকমভাবে প্রচলিত রয়েছে। যেমন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। যুগে যুগে লোকেরা এগুলো পালন করে আসছেন। এগুলোর সততায় সন্দেহেরও অবকাশ থাকে না। তাওয়াতুরের এই প্রকারটি তুলনামূলক শক্তিশালী। – অনুবাদক

কাদিয়ানি সম্প্রদায় মুসলমান নয় কেন?

৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ ঈ. পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির অনুসারীদেরকে ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত 'অমুসলিম সংখ্যালঘু' ঘোষণা করেছে।

এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ এক মহানগুরু দায়িত্ব আনজাম দিয়েছে। যে কারণে তারা আন্তরিকতাপূর্ণ শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ পাওয়ার হকদার। কাদিয়ানি ইজমের উৎস পাকিস্তানেই। সেখান থেকেই এই ফেতনা সারা বিশ্বে আন্দোলিত ও বিকশিত হচ্ছিল। এ কারণে পাকিস্তান সরকারের দায়িত্বে ফরয ছিল এই উৎসমূলে বাধার প্রাচীর নির্মাণ করা। সাধারণভাবে দুনিয়ার সব মানুষকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সতর্ক করা যে, 'ইসলাম প্রচারের নামে কাদিয়ানি মতবাদের যে প্রচারণা অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে চলছে, তার সঙ্গে ইসলামের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই।'

পাকিস্তান সরকারের এই শুভ পদক্ষেপে রাবেতা আল আলামিল ইসলামীর (মক্কা মুকাররমা) বিরাট অবদান রয়েছে। রাবেতাই পাকিস্তানি উলামায়ে কেরাম এবং গণমানুষের দীর্ঘদিনের এই প্রাণের দাবি 'কাদিয়ানিদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক' কে ইসলামের শক্তিশালী আন্তর্জাতিক দাবি হিসাবে তুলে ধরে এবং পাকিস্তান সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে এদিকে মনোযোগী করে তোলে। রাবেতার এই প্রচেষ্টা ইনশাআল্লাহ তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে স্বীকৃত হবে।

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে কাদিয়ানিরা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে আসছিল এবং নানা প্রকার প্রতারণাপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তারা নিজেদের 'এক নতুন ধর্ম মতের অনুসারী এবং প্রচারক' হওয়াকে ভুল সাব্যস্ত করে আসছিল।

পাকিস্তান জাতীয় সংসদের এই রায় ঘোষণার পর অবশ্যই এরা নিজেদেরকে মজলুম ও অসহায় বলে উচ্চস্বরে প্রচার করবে। অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করবে যে, তাদেরকে ইসলাম বহির্ভুত ঘোষণা করা একেবারেই বাড়াবাড়ি। এ কারণেই জরুরী হয়ে পড়েছে পাকিস্তান যে মৌলিক ভিত্তির উপর তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে, সেই মূলভিত্তির

একটি সহজবোধ্য ব্যাখ্যা তুলে ধরা, যেন কোনো খাঁটি মুসলমান এ বিষয়ে কোনো প্রকার ভুল ধারণার শিকার না হয়। উক্ত ব্যাখ্যার বিষয়ে কিছু মৌলিক কথা প্রথমেই বুঝে নেয়া উচিত।

১। সর্বপ্রথম লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, যে সকল দীনি বিষয়বস্তু আমরা পেয়েছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে, সেগুলোর বেশিরভাগই এমন, যেগুলোর ব্যাপারে আমাদের আস্থা ও এতমিনান রয়েছে যে, ঐগুলোর প্রামাণ্যতা এমন পর্যায়ের যে, আমাদের জন্য সেগুলো মানা ও আমল করা জরুরী, তা সত্ত্বেও সেগুলোর প্রামাণ্যতা সর্বপ্রকার সন্দেহ, সংশয়ের উর্ধ্বে এমন অকাট্য নয় যার অমান্যকারীকে অকাট্যভাবে নবীজির কথা অমান্যকারী এবং এটাকে কুফর ও প্রত্যাখান বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ইসলামী শরীয়তের বেশিরভাগ বিষয়ের অবস্থা এটাই।

তবে কিছু কিছু দীনি বিষয় এমন অকাট্য (ইয়াকিনি)ও আছে, যে-গুলির অবস্থা এমন যে, যেই স্তরের অকাট্য ও সন্দেহাতীত মাধ্যমে এবং যেই প্রকারের ধারাবাহিক বর্ণনার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুবওয়াতের দাবি করেছিলেন এবং নবী হিসেবে একটি দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছিলেন, ঠিক একই শ্রেণীর বর্ণনা এবং একই ধরনের পরম্পরার মাধ্যমে আমরা আরও জানতে পেরেছি যে, তিনি আমাদেরকে ধর্মীয় দিক-নির্দেশনায় ও দীনি দাওয়াতের ব্যাপারে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছিলেন। যেমন একটি বিষয় এই যে, তিনি কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং মূর্তিপূজাকে শিরক ঘোষণা করেছিলেন। আরও একটি বিষয়– তিনি কুরআন পাককে কিতাবুল্লাহ রূপে পেশ করেছিলেন। তিনি আরও বলতেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা। তিনি নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের আদেশ করতেন। এই বিষয়গুলো এবং এই ধরনের অনেক দীনি বিষয় রয়েছে, যেইগুলোর প্রামাণ্যতা সর্বপ্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্দ্ধে এবং হুবহু সেই পর্যায়ের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, যেই পর্যায়ের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আমরা জেনেছি তাঁর নবুওয়াত ও রেসালাতের খবর। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত উম্মাহর সর্ব যুগেই বিষয়গুলো একই রকম প্রসিদ্ধ ছিল।

মোটকথা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উক্ত দীনি বিষয়গুলো এমন সুনিশ্চিত, সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে,

ঐগুলো না মানার অর্থ নিশ্চিতরূপে আল্লাহর নবীর ঘোষিত হাকিকতকে না মানা। খালেস ইলমি ও দীনি পরিভাষায় দীনের এই ধরনের বিষয়গুলোকেই 'যরুরিয়াতে দীন' বলা হয়।

(২) এরপর আমাদের নিবেদন এই যে, যে ব্যক্তি ইসলাম ও কুফরের সেই অর্থ ও ব্যাখ্যাটিই জানেন যা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলিম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে এবং মুসলিম উম্মাহর অবিরাম কর্মধারা (মুতাওয়াতির তাআমুল) থেকে আজ পর্যন্ত বুঝেছেন, এমন ব্যক্তি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারবেন না যে, মুসলমান হওয়ার জন্য জরুরী হল 'যরুরিয়াতে দীনের' কোনো একটি বিষয়কেও অস্বীকার না করা। এই সামান্য ব্যাপারটি যদি জরুরী না হত, তাহলে এর মানে দাঁড়াত এই যে, 'মুসলমান ও মুমিন হওয়ার জন্য আদৌ কোনো কিছু মান্য করা অনিবার্য নয়।' দীনের ক্ষেত্রে এমন অর্থহীন প্রলাপ সম্ভবত আর হতেই পারে না।

(৩) মনে করুন, উক্ত 'যরুরিয়াতে দীন' এর কোনো একটির ব্যাপারে কেউ বলল, আমি এটি মানি তবে নতুন অর্থে। সেটা তার সম্পূর্ণ মনগড়া। যেমন সে বলল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই) আমি মানি এবং সাক্ষ্য দেই আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মাবুদ নেই। কিন্তু মানুষ জানতে পারে নি যে, সেই সত্ত্বা হলাম আমি নিজে। 'আমি বর্তমানে এই আকার-আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছি, যে আকৃতিতে তোমরা আমাকে দেখতে পাচ্ছ।' 'আর কুরআন আমারই নাযিল করা কিতাব এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমারই পাঠানো রাসূল ছিলেন।' (নাউযুবিল্লাহ)

কিংবা ধরে নিন, সে নিজের ব্যাপারে এমন কথা বলে না, তবে কোনো অলী বা বিশেষ কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে ঐ সব কথা বলে। অর্থাৎ সে কালিমা মানে কিন্তু কালিমার সেই অদ্বিতীয় মাবুদ আখ্যায়িত করে সেই গ্রহণযোগ্য মানুষটিকে। যেমন- ইতিহাসে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতি অতিভক্তি পোষণকারী লোকদের ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তারা কালিমা পড়ত, নিজেদেরকে মুসলমান বলত আবার হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু কে আল্লাহর মানবীয়রূপ বলে আখ্যায়িত করত। (নাউযুবিল্লাহ)

অথবা মনে করুন, কোনো ব্যক্তি দাবি করে যে, আমি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-তে বিশ্বাসী, কিন্তু এর উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা সেটা নয় যা এখন পর্যন্ত ধারণা করে আসছে সর্ব সাধারণ মুসলমান, বরং এর

ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর সেই আল্লাহ হলেন খোদ মুহাম্মাদ, যিনি রাসূলুল্লাহ (আল্লাহর রাসূল) এর রূপ নিয়ে এসে গেছেন।

অথবা এক ব্যক্তি কিয়ামত সম্পর্কে বলল, আমি কিয়ামতে বিশ্বাস করি, তবে তার স্বরূপ তা নয় যা সাধারণ মুসলমান বুঝেছে এবং তার জন্য অকারণ অপেক্ষার কষ্ট স্বীকার করে যাচ্ছে। এর আসল ব্যাখ্যা শুধু মাত্র একটি যুগের সমাপ্তি এবং অন্য যুগের সূচনা, যার বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। মুসলমানরা যে প্রলংয়করী কিয়ামতের অপেক্ষা করছে তার আগমন কখনোই হবে না।

অথবা মনে করুন, কোনো ব্যক্তি বলল, কুরআন আল্লাহর কিতাব এ কথা আমি বিশ্বাস করি, তবে এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন, আমি মনে করি এটা রাসূলের নিজের রচিত ও নিজেরই বক্তব্য (নাউযুবিল্লাহ)। তবে এতে যেসব কথা এবং যেসব চিন্তাধারার প্রকাশ রয়েছে সেগুলো যেহেতু আল্লাহর মর্জি ও সমর্থনপুষ্ট, অথবা বলা যায় যেহেতু আল্লাহ তাআলাই এইসব বিষয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তিষ্কে পয়দা করে ছিলেন, তাই কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলা হয়।*

গভীরভাবে ভেবে দেখুন এ জাতীয় গোমরাহদের সম্পর্কেও কি বলতে হবে যে, বেচারা অস্বীকারকারীও মিথ্যুক নয় বরং তাবীল ও ব্যাখ্যাকারী। সুতরাং তারা মুসলমান! নাকি অনিবার্যরূপে এদেরকে তাবীল ও তাহরিফের* আশ্রয়ে দীনের অপরিহার্য বিষয়কে অস্বীকারকারী যিন্দিক* বলতে হবে? বলতেই হবে যে, এই পন্থা অবলম্বন করে এরা দীনে মুহাম্মাদী থেকে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে।

খুবই সহজ ব্যাপার যে, তাবীল ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে দীন অস্বীকারকারীকে মুসলমান বলার সুযোগ কেবল তখনই বহাল থাকতে পারে যখন সর্বপ্রথম একথা মেনে নেয়া যাবে যে, আসলে যবুরিয়াতে দীনের তেমন কোনো হাকিকত নেই। তেমন কোনো আহামরি অনিবার্যতা এর নেই। আর এটাই যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে এ কথার অর্থ হবে বস্তুত পক্ষে

---

* এগুলো একেবারেই নিছক কল্পিত দৃষ্টান্ত নয়। এগুলোর মধ্যে কিছু আকিদা এমন যার প্রতি বিশ্বাসী লোক পূর্বযুগে ছিল। কিছু আছে যার বিশ্বাসী বর্তমানে বিদ্যমান। কুরআন সম্পর্কে এমন মন্তব্য তো কিছুদিন পূর্বে নিয়ায ফতেহপুরী করেছিল।

* **তাহরীফ**– বিকৃতি। শব্দগত হতে পারে, অর্থগতও হতে পারে। মূলত অর্থগত বিকৃতিকে তাহরীফ বলে।

* **যিন্দিক**– যে পরকালকে অস্বীকার করে। স্রষ্টাকে অস্বীকার করে। ভেতরে কুফর মুখে ঈমান প্রকাশ করে। স্রষ্টায় অবিশ্বাসী হারামকে হালাল জ্ঞানকারী নাস্তিক। শায়খ আবদুল হক দেহলভী রহ. বলেন যিন্দিক হল অগ্নিপূজক যরতুশতের অনুসারী।

ইসলামেরই কোনো হাকিকত ও অনিবার্যতা নেই। কেননা যবুরিয়াতে দীন হচ্ছে ইসলামের প্রথম শ্রেণীর সর্বসম্মত সুস্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ। এ কারণে পূর্ববর্তী-পরবর্তী বিশেষজ্ঞ উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যবুরিয়াতে দীনের ক্ষেত্রে তাবিল ও অপব্যাখ্যার আশ্রয়গ্রহণ সোজা ভাষায় অস্বীকৃতিরই অন্য নাম।

সর্বসম্মত এই বিষয়টির বিচিত্রতা

প্রকাশ থাকে যে, এটা কোনো এজতেহাদি ফরঈ (শাখাগত) বিষয় নয় বরং কুফর ও ইসলামের স্বরূপ ও সীমারেখার মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয় এটি। অতীত ও বর্তমানের কোনো একজন হক্কানী আলিমও পাওয়া যাবে না, যিনি এই মূলনীতির প্রতি দ্বিমত পোষণ করে তাবিল ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে যবুরিয়াতে দীনের অস্বীকৃতিকে কুফর সাব্যস্ত করেন নি। তবে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ব্যাপারে উক্ত মূলনীতির প্রয়োগ সংক্রান্ত দুই মত হওয়া সম্ভব জানা ও না জানা অথবা অন্য কোনো কারণে। আর কাউকে কাফির সাব্যস্ত করার বিষয়ে যেখানে স্বয়ং সতর্ক আহলে হকদের মাঝে মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে, সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মতপার্থক্য তৈরি হয়েছে ঐ প্রয়োগ নিয়েই।

সারকথা সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আহলে হকদের কারোরই এই মূলনীতি সম্পর্কে দ্বিমত নেই যে, 'যবুরিয়াতে দীনে'র অস্বীকৃতি ব্যাখ্যা নির্ভর হলেও সর্বাবস্থায়ই তা ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

খতমে নবুওয়াতের আকিদা

যার মধ্যে দীনের সামান্য জ্ঞানও আছে তিনি জানেন যে, 'খতমে নবুওয়াত' এর বিশ্বাস শুধু কেবল 'খতমুন নবুওয়াত' এবং 'খাতামুন নাবিয়্যীন' এর শব্দাবলি নয় বরং এটি চরম বাস্তব ও হাকিকত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখেরী নবী বা সর্বশেষ নবী। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী প্রেরিত হবেন না। এটা যবুরিয়াতে দীনের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ সন্দেহাতীত নিশ্চয়তা প্রদানকারী পরম্পরার যেসব মাধ্যম দিয়ে আমরা এটা জেনেছি যে, তিনি নবুওয়াতের দাবি করেছিলেন এবং নিজেকে নবী হিসাবে পেশ করেছিলেন, কুরআনকে 'আল্লাহর কালাম' আখ্যায়িত করেছিলেন, তিনি তাওহিদ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের আদেশ করতেন, ঠিক একই রকম মাধ্যম দ্বারা এবং হুবহু সেই প্রকারেরই ধারাবাহিকতা দ্বারা আমরা এটাও

জেনেছি যে, তিনি নিজের ব্যাপারে এটাও ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা খতম করে দেওয়া হয়েছে আমার উপরেই। আমি 'খাতামুন নাবিয়্যিন' (সর্বশেষ নবী)। আমার পরে কোনো নবী আসবে না। এই আকিদা ও এই হাকিকতটিও ধর্মীয় পরিভাষার 'যরুরিয়াতে দীনের'ই অন্যতম বিষয়। এটাকে অস্বীকার না করা কোনো ব্যক্তির মুসলমান হওয়ার জন্য এবং থাকার জন্য অপরিহার্য। আরও অপরিহার্য এমন কোনো তাবিল-ব্যাখ্যার আশ্রয় না নেওয়া, যার মাধ্যমে খতমে নবুওয়াতের উল্লেখিত আকিদাকে অস্বীকার করা হয় এবং ঐ বিশ্বাস বাতিল হয়ে যায়।

কাদিয়ানিদের সমস্যা

মির্যা গোলাম আহমদের কিতাবাদি যিনি অধ্যায়ন করেছেন, তার এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ পোষণ করার অবকাশ নেই যে, যেসব শব্দ ও বাক্য দ্বারা নবুওয়াতের দাবি করা যেতে পারে এবং পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি হুবহু সেইসব শব্দ ও বাক্য দ্বারাই নিজের নবুওয়াত দাবি করেছেন। যারা এ বাস্তবতা অস্বীকার করেন, তারা যদি একেবারে চূড়ান্ত হঠকারী না হয়ে থাকেন, তাহলে ভেবে দেখুন, নবুওয়াতের দাবি বলা যায় কোন্ শব্দ আর কোন্ বাক্য ব্যবহার করলে? এরপর তারা একবার একটু কষ্ট করে মির্যা কাদিয়ানির এ বিষয়ক কিছু বক্তব্যও পড়ুন। কাদিয়ানি লাহোরী পার্টি মির্যার বিষয়টিকে (বাস্তবে বিষয়টি অস্পষ্ট ও সংশয়পূর্ণ না হলেও) কিছু দ্বিধাগ্রস্ত ও সন্দেহযুক্ত মানুষের নিকট কিছুটা সন্দেহযুক্ত করে তুলেছিল বটে। কিন্তু বর্তমান কাদিয়ানি পার্টির বক্তব্য তো একেবারেই স্পষ্ট। তারা মির্যা গোলামের জন্যে প্রকৃত নবুওয়াত ও তার আলামত সাব্যস্ত করে এবং কোনোরূপ রাখ-ঢাক ছাড়াই বলে যে, তিনি (মির্যা) মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীর আ. মতোই নবী। অন্য সকল নবীর আ. অস্বীকারকারীরা যেমন কাফির, মির্যার অস্বীকারকারীও তেমন কাফির। পূর্ববর্তী নবীদের অস্বীকারকারীরা যেমন নাজাত ও পরকালীন মুক্তি লাভের উপযুক্ত নয়, তেমন মির্যাকে অস্বীকারকারী সকল মুসলমানও নাজাত লাভের উপযুক্ত নয়।

কাদিয়ানি লাহোরী পার্টির* জবাবে 'নবুওয়াত' 'তাকফির' (গোলাম আহমদের নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের কাফির হওয়া) বিষয়ক কাদিয়ানি

* মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ছোট্ট একটি অনুসারী দল। যাদের বিশ্বাস, মির্যা পারিভাষিক অর্থে নবী হওয়ার দাবিদার নন বরং তিনি হাদীসে বর্ণিত মাহদী এবং আসন্ন মাসীহ হওয়ার দাবিদার ছিলেন।

নেতাদের লেখাগুলো যারা পড়েছেন, তারা জানেন যে, এ ব্যাপারে ঐ নেতারা বড় কোনো সন্দেহপ্রবণ বা ব্যাখ্যাপ্রবণ মানুষের জন্যেও সন্দেহ করার বা ব্যাখ্যা করার কোনো সুযোগ রাখে নি।

সুধী পাঠক! কাদিয়ানিদের সে সকল লেখা থেকে কিছু চয়নকৃত অংশ এখানেও তুলে ধরছি–

নবুওয়াতের দাবি

কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ধর্মগুরু, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পুত্র মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ ১৯১৫ তে 'হাকিকতুন নবুওয়াত' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, যার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, কাদিয়ানি লাহোরী পার্টির মুকাবেলায় মির্যাকে শরঈ পরিভাষার প্রকৃত নবী সাব্যস্ত করা। বইটির প্রচ্ছদ শিরোনাম ছিল 'প্রতিশ্রুত মাসীহ ও প্রতিক্ষিত মাহদীর নবুওয়াত ও রিসালাতের সুস্পষ্ট প্রমাণ।' ঐ পুস্তকের ১৮৪ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত (প্রায় ৫০ পৃষ্ঠা জুড়ে) আলোচনায় কাদিয়ানি লাহোরী পার্টির বিরুদ্ধে মির্যার নবী হওয়ার পক্ষে বিশটি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তার মধ্যে সপ্তম দলিলটা ছিল, 'মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নিজেকে নবী ও রাসূল বলেছেন, তিনি নিজের জন্যে নবুওয়াত ও রিসালাতের দাবি করেছেন।'

এরপর গুনে গুনে মির্যা আহমদ উল্লেখ করেছেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির ৩৯টি বক্তব্য যেগুলোতে মির্যা নিজেকে নবী, রাসূল ঘোষণা করেছেন এবং পরিষ্কার দাবি করেছেন, তিনি নবী ও রাসূল। সেগুলো থেকেই কিছু বক্তব্য আমি এখানে তুলে ধরছি। এগুলো যদিও আমি খোদ মির্যার পুস্তকাদিতেই অধ্যায়ন করেছি কিন্তু এখানে পেশ করছি হাকিকতুন নবুওয়াত গ্রন্থ থেকে।

১। 'আমি সেই খোদার নামে কসম করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, এবং তিনিই আমার নাম নবী রেখেছেন।' (পরিশিষ্ট, হাকিকতুল অহী, পৃ: ৬৮)

২। 'আল্লাহর হুকুম মতে আমি নবী।' (মির্যার সর্বশেষ পত্র, ২৬ মে ১৯০৮)

৩। 'আমার দাবি এই যে, আমি রাসূল ও নবী।' (বদর, ৫ মার্চ ১৯০৮)

৪। 'এতে কী সন্দেহ যে, আমার ভবিষ্যতবাণীগুলোর পর দুনিয়াতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য আপদ-বিপদ একের পর এক শুরু হয়ে যাওয়া আমার সততার একটি নিদর্শন। মনে রাখা উচিত পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আল্লাহর

রাসূলকে অস্বীকার করলে, তখন অন্য অপরাধীদেরকেও পাকড়াও করা হয়। (হাকিকতুল অহী, ১৬১)

৫। কাংড়া, ভাগসো পাহাড়ে শত শত মানুষ নিহত হল, কী ছিল তাদের অপরাধ? তারা কাকে অস্বীকার করেছিল? মনে রাখা উচিত, যখন আল্লাহর প্রেরীত কোনো দূতকে অস্বীকার করা হয়, চাই সে অস্বীকৃতি জগতের যে কোনো প্রান্তেই হোক, জগতের যে কোনো সম্প্রদায় করুন না কেন আল্লাহর ক্রোধ– ব্যাপকভাবে আযাব নাযিল করে। (প্রাগুক্ত-১৬২)

৬। 'আল্লাহ তাআলা আপন আমোঘ রীতি হিসাবে নবীর আবির্ভাব পর্যন্ত সে শাস্তি মুলতবি রেখেছেন, যখন সেই নবীর আবির্ভাব ঘটল... এখন সেই সময় এসে গেছে, যখন তাদের পাপাচারের শাস্তি দেওয়া হবে। (প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট-৫২)

৭। নবীর আগমন ছাড়া কঠিন শাস্তি আসেই না। যেমন কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا–

'শাস্তি দেই না আমি যে পর্যন্ত না পাঠাই কোনো রাসূল।'

তাহলে এসব কী চলছে? একদিকে মহামারীতে দেশের মানুষ উজাড় হয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে ভয়ানক ভূমিকম্প পিছু ছাড়ছে না। হে গাফেল লোকেরা হয়ত এসে গেছেন তোমাদের মাঝে আল্লাহর তরফ থেকে কোনো নবী, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ।' (তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়্যা-৮-৯)

৮। 'আল্লাহ তাআলা নিজ রাসূলকে প্রমাণ বিহীন পাঠিয়ে দেয়া পছন্দ করেন নি।' (দাফেউল বালা-৮)

৯। 'খোদা তাআলা কাদিয়ানকে এই ধ্বংসাত্মক মহামারী থেকে রক্ষা করবেন। কেননা এটা তার রাসূলের রাজধানী।' (প্রাগুক্ত-১০)

১০। 'তিনিই সত্য খোদা, যিনি কাদিয়ানে আপন রাসূল পাঠিয়েছেন।' (প্রাগুক্ত-১১) (মির্যা মাহমুদকৃত 'হাকিকতুন নবুওয়াত' হতে গৃহীত, পৃষ্ঠা ১৩, ১৪, ২১২)

এগুলো মির্যা কাদিয়ানির বক্তব্য। ইনসাফের সঙ্গে চিন্তা করে দেখুন তাতে কোনো প্রকারের তাবিল-ব্যাখ্যার সুযোগ আছে কি-না?

এছাড়া মির্যার মনগড়া তথাকথিত খোদায়ী ইলহামের হাজারো স্থানে তিনি নিজেকে খোদার তরফ থেকে প্রেরিত নবী-রাসূল বলে দাবি করেছেন।

মির্যা মাহমূদও 'হাকিকতুন নবুওয়াত' গ্রন্থেও ঐ সব তথাকথিত ইলহামকে তার পিতার নবী হওয়ার স্বতন্ত্র দলিল বলে আখ্যায়িত করেছেন। এরূপ ৩৯টি ইলহামের উল্লেখ তিনি করেছেন। আমরা তা থেকে মাত্র দশটি উল্লেখ করছি।

١। إني مع الرسول أقوم وأفطر وأصوم

'আমি রাসূলের সঙ্গে কিয়াম করব, রোযা রাখব, ইফতার করব।'

٢। هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وتهذيب الأخلاق

'তিনি আল্লাহ যিনি তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন হোদায়াত দিয়ে, সত্য দীন দিয়ে এবং (মানব) চরিত্রের সংস্কারকর্ম দিয়ে।'

٣। إنى مع الرسول أقوم وألوم من يلوم

'আমি রাসূলের সঙ্গে দাঁড়াব এবং তিরস্কার করব যাকে তিনি তিরস্কার করবেন।'

٤। سيقول العدو لست مرسلا سنأخذه من ماره أو خرطوم

'শত্রুরা বলবে, তুমি রাসূল নও। আমি অচিরেই ধরব তার নাকের নরম জায়গা বা শক্ত জায়গা।'

٥। إنى مع الرسول أقوم ومن يلومه ألوم

'আমি রাসূলের সঙ্গে দাঁড়াব। যাকে তিনি শাসন করবেন, আমিও করব।'

٦। إنى مع الرسول أقوم ولن أبرح الأرض إلى الوقت المعلوم

'আমি রাসূলের সঙ্গে থাকব। কিছুতেই জমিন ত্যাগ করব না নির্ধারিত সময় আসার পূর্বে।

٧। إنى مع الرسول أقوم وأروم ما يروم

'আমি এই রাসূলের সঙ্গে থাকব। চাইব তা, যা তিনি চাইবেন।'

٨। إنى مع الرسول فقط

'আমি শুধু রাসূলের সঙ্গে আছি।'